JAN 23 2002

যুগান্তর

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...৩...

আড়াই লাখ বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীর অবসর ভাতা কর্মসূচির সূচনা কাল

ফিয়াজ উদ্দিন রিমন

সরকারি তহবিল থেকে বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসর ভাতা দেয়া শুরু হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আগামীকাল ৫ জন শিক্ষক ও কর্মচারীর হাতে অবসর ভাতার চেক তুলে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করবেন। তিনি একইসঙ্গে ৫ [illegible] শিক্ষক-কর্মচারীকে কল্যাণ ট্রাস্টের অনুদান এবং ১০ জনকে শিক্ষক-পদক দেবেন। শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট ও বিয়ামের সহযোগিতায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে তিনি শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের জন্মদিন ১৯ জানুয়ারিকে জাতীয় শিক্ষক দিবস ঘোষণা করতে পারেন। তিনি

কাল : পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

কাল : কর্মসূচির সূচনা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

ইস্কাটনে বিয়ামের লাস্যুয়েজ সেন্টারও উদ্বোধন করবেন।

সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বেসরকারি স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার প্রায় আড়াই লাখ শিক্ষক-কর্মচারী পেনশনের বিকল্প হিসাবে এককালীন অবসর ভাতা পাবেন। শিক্ষক-কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণে ১৯৯৫ সালে বিএনপি সরকার তাদের অবসর ভাতা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৯৫-৯৬ সালে জাতীয় বাজেটে এজন্য ২৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। বিএনপি ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার পর রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসর ভাতা দেয়ার নির্দেশ দিয়ে অধ্যাদেশ জারি করেন। পরে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে অবসর ভাতা দেয়ার পরিবর্তে শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করে ওই টাকা ট্রাস্টকে দেয়। সরকার গত ২৬ ডিসেম্বর কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে ২৯ কোটি টাকা আলাদা করে অবসর ভাতা দেয়ার জন্য একটি ফান্ড গঠন করেছে। এ ফান্ডে সরকার প্রতি বছর ১৫ কোটি টাকা দেবে এবং ৩০০ কোটি টাকার ফান্ড গঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই অনুদান দেয়া অব্যাহত থাকবে। গত ৭ জানুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সভায় বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসর ভাতা দেয়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হয়। পরদিন শিক্ষা অধিদফতর অবসর ভাতা দেয়ার নীতিমালা নির্ধারণ করে। নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষক-কর্মচারীরা প্রতি বছর চাকরির বিপরীতে এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ টাকা পাবেন এবং সর্বোচ্চ ২৫ বছর পর্যন্ত চাকরির জন্য অবসর ভাতা দেয়া হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বেসরকারি স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসর ভাতা দেয়ার প্রস্তাব আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে। আইন মন্ত্রণালয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে এ ব্যাপারে জাতীয় সংসদে বিল আনবে। সংসদে বিল পাসের মাধ্যমে আইন প্রণীত হলেই সারাদেশের শিক্ষক-কর্মচারীরা অবসর ভাতার আওতায় আসবেন। শিক্ষক-কর্মচারীদের সংগঠনগুলো সরকারের কাছে প্রতি বছর চাকরির বিপরীতে ৩ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ টাকা অবসর ভাতা হিসাবে দেয়ার দাবি জানিয়েছে। সরকার এখন প্রতিশ্রুতি হিসাবে প্রতি বছরের জন্য এক মাসের করে অবসর ভাতা দেবে। এই হিসাব অনুসারে কলেজ ও কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ অবসর ভাতা পাবেন ২ লাখ ৬৭ হাজার ৫০০ টাকা, কলেজ শিক্ষক পাবেন ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা, স্কুলের প্রধান শিক্ষক পাবেন ১ লাখ ৫৩ হাজার ৭৫০ টাকা, স্কুলের ট্রেইনড গ্রাজুয়েট সিনিয়র শিক্ষক পাবেন ১ লাখ ৭ হাজার ৫০০ টাকা, সিনিয়র শিক্ষক পাবেন ৮৫ হাজার টাকা, সহকারী শিক্ষক পাবেন ৬৩ হাজার ৭৫০ টাকা এবং কর্মচারীরা পাবেন ৪৯ হাজার ৩৭৫ টাকা। একটানা ১০ বছর সুনামের সঙ্গে শিক্ষকতা করেছেন এমন শিক্ষকরাই অবসর ভাতা পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। অবসর ভাতা হিসাবে তারা প্রতিবছরের জন্য ৩ মাসের মূল বেতনের সমান টাকা পাবেন।